যুগান্তর

তারিখ 20 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষামন্ত্রী জানালেন

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে হচ্ছে নতুন শিক্ষানীতি

যুগান্তর রিপোর্ট

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) আমলে প্রণীত প্রস্তাবনাকে যুগোপযোগী করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই সেটি বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, অতীতে যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছিল। এ ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চান তারা।

শিক্ষামন্ত্রী সোমবার বিকালে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর সমাপনী বক্তব্যে একথা বলেন। তিনি বলেন, ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের ভিত্তিতে প্রণীত প্রস্তাবনাকে যুগোপযোগী করতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে খুব দ্রুত একটি কমিটি গঠন করা হবে। সে কমিটি ওই প্রস্তাবনাগুলোকে আরও হালনাগাদ করে সুপারিশ প্রণয়ন করবেন। সে সুপারিশের ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলো সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, সবার জন্য শিক্ষা আজও নিশ্চিত হয়নি। ভর্তির হার বাড়লেও এখনও ৫০ ভাগ শিশু ঝরে পড়ছে। দেশের ২ হাজার গ্রামে এখন পর্যন্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা অবহেলিত রয়ে গেছে। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে বৈষম্য কত বেশি। উচ্চশিক্ষার মানও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। সামগ্রিক সমস্যাগুলোকে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ ও সহযোগিতা নিয়ে সমাধান করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। শিক্ষা জাতীয় ইস্যু এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের বিষয়।

শিক্ষাঙ্গনে চলমান বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে কোন প্রকার সন্ত্রাস ও বিশৃংখলাকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। এগুলোর অবসান ও দূর করতে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। যারাই এর জন্য বাধা হবে তারা যারাই হোক কোন প্রকার ছাড় দেয়া হবে না। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ছাড়া অন্য কিছুর সুযোগ দেয়া হবে না। তিনি বলেন, ছাত্র আন্দোলন এখন রাজনীতির কবলে পড়েছে, ছাত্র রাজনীতি শব্দটির সঙ্গেই আমার দ্বিমত রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা মন্ত্রীর সঙ্গে ওই বৈঠক করেন। বৈঠকে শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বিগত আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং শিক্ষা ব্যয় হ্রাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে নিয়োগ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং শিক্ষা কর্মীদের চাকরি বিধি প্রদানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রীর কাছে দাবি জানান।